হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৮৭১/১৯৯০

আলী আকবর খা

---- আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই।

---আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১৮.০১.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-০৩, ব্রাক্ষনবাড়িয়া কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইন মোকদ্দমা নং-৯৮/১৯৮৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১২.০৮.৯০ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল মেমো বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সহকারী দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইবুন্যাল জজ, আদালত নং-০৩, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইন মোকদ্দমা নং-৯৮/১৯৮৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১২.০৮.১৯৯০ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“এই মোকদ্দমার বাদী আখাউড়া থানার সহকারী দারোগা নুরুল রহমান বিগত ২০.০১.৮৭ ইং তারিখে এই মোকদ্দমার আসামী আলী আকবর খাঁ এবং তাহার সংগীয় সহকারী দারোগা আবুল কালাম ভূক্ত্রা কং মোঃ হোসেন, কনষ্টেবল সফিকুর রহমান, কনষ্টেবল-নজরুল ইসলামকে লইয়া থানায় হাজির

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইয়া আসামীর হেফাজত হইতে উদ্ধারকৃত একটি দেশীয় তৈয়ারী পাইপগান, ৩ রাউন্ড রাইফেলের তাঁজা গুলি এবং ১২ রাউন্ড এস, এল, আরের তাজা গুলিসহ থানায় উপস্থিত হইয়া লিখিত এজাহার দায়ের করিয়া বলে যে, আখাউড়া থানার জি,জি, এন্ট্রি নং ৫৪০, তারিখ ১৮.০১.৮৭ এবং ব্রাক্ষনবাড়িয়া থানার মামলা নং-২৮, তারিখ ২৯.১২.৮৬ ধারা ধারা ৩৯৫/৩৯৭ দন্ডবিধি এবং ব্রাক্ষনবাড়িয়া থানার মামলা নং ৫(১০)৮৬ ধারা ৩৯৫/৩৯৭ দন্ডবিধি এর আসামী এবং পুলিশ রিমান্ডে থাকা ধৃত আসামী আলী আকবর খানের স্বীকারোক্তি মতে আখাউড়া থানার ডাইরী ৬৮৪ তারিখ ২০.০১.৮৭ মূলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে বাদী ধৃত আসামী ও তাহার সংগীয় উপরোল্লিখিত অফিসার এবং কনষ্টেবলগন সহ ধৃত আসামীর স্বীকারোক্তি অনুসারে রাত ১ টার সময় সাতপাড়া গ্রামে আসামী আলী আকবর খাঁর বাড়ীতে পৌছায়। বাদীর দলের সংগে প্রাক্তন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আবুল কাসেম (২) ইমাম হোসেন (৩) ওয়ালী মিয়া প্রভৃতি স্থানীয় স্লাক্ষীগণও ছিল। আসামীর বাড়ীতে পৌছার পর ধৃত আসামী আকবর খাঁ তার বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিমকোনে তাহার বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিমকোণে তাহার ভাই এর মামলার অপর আসামী ডাকাত আরমান খাঁর উঠানের দক্ষিণ পার্শ্বে খড়ের গাদার নীচ হতে একটি দেশীয় তৈয়ারী পাইপ গান ও একটি চেড়া কাপড়ের পুটলা বাহির করে দিলে পুটলা খুলিয়া উহার মধ্যে ৩ রাউন্ড রাইফেলের তাজা গুলি ও ১২ রাউন্ড এস,এল,আরের তাজা গুলি পাওয়া যায়। আসামী আলী আকবর খাঁ ঐ অস্ত্রের কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে পারে নাই। সাক্ষীগণের সম্মুখে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের জব্দ তালিকা তৈয়ারী করিয়া জব্দ করা হয় এবং জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সাক্ষীদের মোকাবেলায় আসামী আলী আকবর খাকে উক্ত অস্ত্রের ব্যপারে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানায় যে, উক্ত পাইপগান দিয়া তাহার ভাই আরমান খাঁ তাঁহার দলীয় লোকজনকে লইয়া নবীনগর থানার ভিটঘর গ্রামে ব্রাক্ষণবাড়ীয়া থানার উজানীসার গ্রামের সি, এন্ড বি রাস্তায় ট্রাক ডাকাতি এবং চিনাইর গ্রামে ডাকাতি করিয়াছে এবং এই পাইপগান ব্যবহার করিয়াছে। ধৃত ডাকাত আলী আকবর খাঁ আরও বলেন যে, কয়েক দিন পূর্বে তাহার ভাই আরমান খাঁ ভারতে ডাকাতি করিয়া তাহার ভাই আরমান খাঁ উক্ত পাইপগান ও গুলি এই খড়ের গাদার নীচে রাখিয়াছে। বাদী আসামী আরমান খাঁকে তাহার বাড়ীতে খুজিয়া পায় নাই। অতঃপর বাদী উদ্ধারকৃত অস্ত্র সস্ত্র জব্দ তালিকা এবং সাক্ষীকে থানায় হাজির করিয়া আসামী আলী আকবর খাঁ এবং তার পলাতক ভাই আরমার খাঁর বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এজাহার প্রাপ্ত হইয়া আখাউড়া থানার মামলা নং-০৩, তারিখ ২০.০১.৮৭ ধারা অস্ত্র আইনের ১৯-এ (এফ) রুজু করেন। এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে মোকদ্দমার তদন্তভার গ্রহণ করেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম, করিম গনি তদন্তে সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী আলী আকবর খাঁ এবং আরমান খাঁর বিরুদ্ধে তাহাদের হেফাজত হইতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯-এ (এফ) ধারায় তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আসামী আরমান খাঁকে অভিযোগপত্রে পলাতক দেখানো হয়। নথি ব্রাক্ষনবাড়িয়া ১ নং বিশেষ ট্রাইবুনালে যখন বিচারের জন্য প্রেরিত হয় তখন উভয় আসামী হাজতে থাকে। পরবর্তীতে মোকদ্দমাটি অত্র ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য প্রেরিত হইলে আসামীগণের উপস্থিতিতে বিগত ১৭.১২.৮৭ ইং তারিখে ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯-এ(এফ) ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া পড়িয়া শুনানো হইলে উভয় আসামী নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে। মোকদ্দমার শুনানী শুরু হইলে সরকার পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমর্থনের জন্য মোকদ্দমার বাদী সহ মোট ৪ জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করে পরীক্ষা করে এবং আসামীপক্ষ তাহাদেরকে জেরা করে। সরকার পক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইলে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। আসামীগণ নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে। তাহারা কোন সাফাই সাক্ষী দেয় নাই। তবে আসামী আলী আকবর লিখিত বক্তব্য দাখিল করে এবং উহার সমর্থনে স্থানীয় সাপ্তাহিক তিতাস পত্রিকায় একটি কপি দাখিল করে। লিখিত বক্তব্যে আসামী আলী আকবর খাঁ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবী করিয়া এজাহারে বর্ণিত সময়, স্থানে তাহার উপস্থিতিতে এবং দেখানো মতে বাদী কর্তৃক অস্ত্র উদ্ধারের দাবী অস্বীকার করে। সে আরও বলে যে, প্রকৃতপক্ষে ২৪.১২.৮৬ ইং তারিখে আখাউড়া উপজেলার সাত পাড়া গ্রামের আলী আকবর খাঁর বাড়ীর ঝোপ হইতে একটি অকেজো ৩০৩ রাইফেল এবং ৬২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় এবং উল্লেখিত আলী আকবর খাঁ পলাতক এবং তার বিরুদ্ধে কসবা, আখাউড়া থানায় কয়েকটি মামলা আছে। এই খবরটি ৩০.১২.৮৭ইং তারিখে সাপ্তাহিক তিতাস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই খবরের উপর নির্ভর করিয়া আসামী আলী আকবর খাঁ বলে যে, ২১.০১.৮৭ ইং তারিখে সে প্রকৃতপক্ষে পলাতক ছিল এবং তাহার উপস্থিতিতে বাদী কর্তৃক অস্ত্র উদ্ধারের কাহিনীটি অবিশ্বাস্য। কিন্তু এই আসামী তাহার লিখিত বক্তব্যের পরক্ষনেই স্বীকার করে যে, পরবর্তীতে তাহাকে ১৮.০৪.৮৭ইং তারিখে আখাউড়া থানার জি, ডি, এন্ট্রি নং-৫০০, তারিখ ১৮.০৪.৮৭ ধারা দঃ বিঃ ৫৪ অনুসারে গ্রেফতার করা হয়। আসামী আরও বলে যে, তাকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন অবস্থায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ৩০.১২.৮৭ইং তারিখে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ী হইতে কতিপয় অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার সহিত তাকে মিথ্যাভাবে জড়ানোর জন্য ২০.০১.৮৭ইং তারিখে মিথ্যা এজাহার সৃষ্টি করা

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইয়াছে। সে তাহার লিখিত বক্তব্যে আরও বলে যে, মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে ফলে যে আইনত এই মোকদ্দমার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে।
		সিদ্ধান্তের বিষয়ঃ-
		(১) এই মোকদ্দমার আসামী আলী আকবর খান এবং আরমান খানের হেফাজত হইতে এজাহারের বর্ণিত সময়, স্থানে আসামী আলী আকবর খানের দেখানো মতে জব্দ তালিকায় বর্ণিত অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে কি না?
		(২) আসামী আলী আকবর খাঁ এবং আরমান খাঁর ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯এ (এফ) ধারায় নির্ধারিত শাস্তি পাইতে পারে কি না?
		আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ
		আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমর্থনের জন্য সরকার পক্ষ যে সমস্ত সাক্ষীদেরকে আদালতে হাজির করিয়া পরীক্ষা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে মোকদ্দমার বাদী দারোগা নুরুর রহমান, ঘটনার সময়ে অস্ত্র উদ্ধারের সময়ে এজাহারে বর্ণিত জব্দ তালিকার সাক্ষী আবুল কাশেম (সাক্ষী নং-২) অস্ত্র উদ্ধারের সময়ে উপস্থিত জব্দ তালিকা এবং এজাহারের সাক্ষী ইমাম হোসেন (সাক্ষী নং-৩) এবং অস্ত্র উদ্ধারের সময়ে উপস্থিত জব্দ তালিকায় এবং এজাহারে বর্ণিত সাক্ষী ওয়ালী মিয়া। আদালত হইতে বার বার সমন/গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রেরণ করা হইলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আদালতে হাজির করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।
		এখন আমরা দেখিব উল্লেখিত ৪ জন সাক্ষী আসামীদের বিরুদ্ধে এজাহারে বর্ণিত অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারিয়াছে কিনা?
		১ নং সাক্ষী দারোগা নুরুর রহমান তাহার জবানবন্দীতে এজাহারের কাহিনী হুবহু সমর্থন করিয়া বলিয়াছে যে, বিগত ২১/১/৮৭ ইং তারিখে বাদী তাহার এজাহারে বর্ণিত সহ কর্মীদের সহিত ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া থানার মামলা নং ২৮ তারিখ-২৯/১২/৮৬ এবং ৫/১০/৮৬ ইং তারিখে অপর এক মামলায় গ্রেফতার কৃত এবং পুলিশ রিমান্ডে থাকা ধৃত আসামী আকবর খানের স্বীকারোক্তি মতে ২০/১/৮৭ ইং তারিখে রাত্র ১টার সময় আসামীর বাড়ীতে যায়। তাহার সাথে ধৃত আসামী ছাড়া ও ৩ জন কনস্টেবল এবং ১ জন সহকারী দারোগা ও ছিল। তাহারা ধৃত আসামী আলী আকবরের দেখানো মতে তাহার ভাই আসামী আরমান খানের উঠানে খড়ের টালের নীচ হইতে একটি দেশীয় তৈয়ারী পাইপ গান, ৩ রাউন্ড রাইফেলের গুলি ১২ রাউন্ড এস,এল, আরের গুলি আসামী আলী আকবর বাহির করিয়া দেয়া। সাক্ষীদের সম্মুখে অস্ত্রের জব্দ তালিকা তৈয়ারী করা হয়। এবং জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে আসামী

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আলী আকবর খাঁ স্বীকার করে যে, সে এবং তাহার ভাই আরমান খাঁ ঐ সব অস্ত্র দিয়া ডাকাতি করে এবং আরমান ঐ সমস্ত অস্ত্র ঐ স্থানে রাখিয়াছে। এই সাক্ষী তাহার এজাহারে জব্দ তালিকা আদালতে সনাক্ত করে। আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করিয়াছে। জেরায় আসামী আলী আকবর খানের দেখানো মতে অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে এজাহারের এবং জবানবন্দীর বক্তব্যের সহিত কোন অসংগতি পাওয়া যায় না। তবে জেরায় সে স্বীকার করিয়াছে যে, অস্ত্র উদ্ধারের সময় যে ৩ জন স্থানীয় লোক ছিল তাহারা ঘটনার গ্রাম অর্থাৎ আসামীর গ্রাম সাতপাড়ার অধিবাসী নহে। সে ইহাও স্বীকার করে যে, অস্ত্র উদ্ধারের সাক্ষী আবুল কালামের বাড়ী নারায়নপুর গ্রামে। ইমাম হোসেনের বাড়ী রাধানগর গ্রামে ওয়ালী মিয়ার বাড়ী হীরাপুর গ্রামে। এবং তাহার জেরায় ইহাও সে স্বীকার করিয়াছে যে, রাধানগর গ্রাম ঘটনাস্থল হইতে ২ মাইল পশ্চিমে। তবে আসামী আবুল কালামের বাড়ী নারায়নপুর ঘটনাস্থল হইতে ১$\frac{১}{২}$ মাইল উত্তর পশ্চিম আসামীরপক্ষের এই সাজেশন অস্বীকার করিয়া সে বলিয়াছে যে, নারায়নপুর গ্রাম ঘটনাস্থল হইতে $\frac{১}{২}$ মাইল দূরে এবং অপর সাক্ষী ওয়ালী মিয়ার বাড়ী হীরাপুর গ্রাম ঘটনাস্থল হইতে উত্তরে আসামী পক্ষের এই সাজেশন ও এই সাক্ষী অস্বীকার করিয়া বলে যে, হীরাপুর গ্রাম ঘটনাস্থল হইতে $\frac{১}{২}$ মাইল দূরে। তবে জেরায় ইহা আসিয়াছে যে, সাক্ষী ওয়ালী মিয়া একজন রিক্সাচালক এবং তাহার রিক্সা করিয়াই বাদী ধৃত আসামীকে সহ ঘটনাস্থল যায়। সাক্ষী ওয়ালী মিয়া ও তাহার জবানবন্দীতে এবং জেরায় তাহার উপস্থিতিতে আসামী কর্তৃক ঘটনাস্থল হইতে অস্ত্র উদ্ধারের কাহিনী সমর্থন করিয়াছে এবং তাহার রিক্সায় করিয়া যে আসামী এবং বাদী ঘটনাস্থলে গিয়াছে তাহাও সে তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে। ফলে $\frac{১}{২}$ মাইল দুরবর্তী স্থানের অধিবাসী ওয়ালী মিয়ার সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না। অপর সাক্ষী আবুল কাশেম যদিও ঘটনাস্থলের গ্রামের বাসিন্দা নহে। তবুও সে একজন প্রাক্তন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং তাহার গ্রাম নারায়পুর এবং আসামীর গ্রাম সাতপাড়া একই ওয়ার্ডভূক্ত হওয়ায় সে আসামীর এলাকার জন্য ও একজন গন্যমান্য সাক্ষী হিসাবে পরিগণিত হয়। জব্দ তালিকার অপর সাক্ষী ইমাম হোসেন থানার পাশের একজন দোকানদার তাহাকে বাদী ঘটনাস্থলে আসার সময় সাথে করিয়া নিয়া আসে। তবে আসামী নিজে এবং তাহার ভাই এই অস্ত্র দিয়া ডাকাতি করিয়াছে মর্মে তাহার যে কথিত স্বীকারোক্তি তাহা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬১ ধারায় রেকর্ড হয় নাই। জেরায় ১ নং সাক্ষী স্বীকার করিয়াছে যে, ২৪.১২.৮৬ ইং তারিখ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করিম গণি আসামী আলী

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আকবর খানের বাড়ীর ঝোপ হইতে ১টি ৩০৩ কাটা রাইফেল এবং ১টি অকেজো রাইফেল বার ও ৩০৩ রাইফেলের বার ও ৩০৩ রাইফেলের ৬২ টি গুলি উদ্ধার করিয়াছে। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এজাহারের বর্ণিত আসামীর উপস্থিতিতে আসামীর দেখানো মতে অস্ত্র উদ্ধারের মৌলিক অভিযোগের সহিত তাহার সাক্ষ্যের কোন অসংগতি লক্ষ্য করা যায় না। এই সাক্ষী আদালতে উদ্ধারকৃত অস্ত্রসমূহ সনাক্ত করিয়াছে। ফলে এই সাক্ষীকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

জব্দ তালিকার সাক্ষ্য আবুল কাশেম (সাক্ষী-২) জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, সে বর্তমানে ব্যবসা করে এবং পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিল। সে বলে যে, ২০.১২.৮৭ ইং তারিখে অনুমান রাত ১২.৩০ মিঃ সময় ইনু মিয়া তাহাকে গিয়া বলে যে, দারোগা সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছে। সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেখে যে, রাস্তায় দারোগা সাহেব দাড়াইয়া আছেন এবং দারোগা সাহেব তাহাকে সাথে আসামী আলী আকবরের বাড়ীতে যাইতে বলিলে সে দারোগা সাহেবের সাথে আসামী আলী আকবরের বাড়ীতে যায়। সে আরও বলে যে, সংগে আরও ২/৩ জন লোক ছিল। সে জবানবন্দীতে ইহাও বলে যে, আসামী আলী আকবরের কথা মত আসামী আরমান খাঁর খরের গাদার ভিতর হইতে ১টি পাইপ গান ও গুলি বাহির করা হয়। সে আদালতে তাহার সামনে এই অস্ত্রগুলি সনাক্ত করে। সে আরও বলে যে, দারোগা হিসাবে তাহাকে অস্ত্র উদ্ধারের সাক্ষ্য হইতে বলিলে সে ১টি তালিকায় সই করে। সে জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করে যাহার প্রদর্শনী ২/২ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। সে জেরায় স্বীকার করে যে, সে পূর্বে নারায়নপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ছিল। কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে যে, আসামীর গ্রাম এবং তাহার গ্রাম একই ওয়ার্ডভূক্ত। আসামী পক্ষ তাহাকে জেরা করে কিন্তু জেরায় ঘটনার সময় অস্ত্র উদ্ধারের সময় তাহার উপস্থিত থাকা অথবা আসামী ভাই আরমান খাঁর বাড়ী হইতে উদ্ধার আসামী আলী আকবরের দেখানো মতে অস্ত্র উদ্ধারের এবং জব্দ তালিকায় ঘটনাস্থলে তাহার স্বাক্ষর প্রদান সম্পর্কিত এজাহারের বক্তব্য সে জবানবন্দীতে হুবহু সমর্থন করিয়াছে তাহা সে জেরাতে সমর্থন করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জেরায় উল্লেখিত মৌলিক বিষয়ে কোন অসংগতি লক্ষ্য করা যায় না। আসামীদের সহিত তাহার কোন খারাপ সম্পর্ক ছিল বা সে আসামীদের কোনরূপ শত্রুপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে এই ধরনের কোন সাজেশন আসামী পক্ষ জেরায় দেয় নাই। ফলে এজাহারের বর্ণিত ঘটনা যাহা সে তাহার সাক্ষ্যে হুবহু সমর্থন করিয়াছে করিয়াছে তাহা আমি সত্য বলিয়া মনে করি এবং তাহাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না। অস্ত্র উদ্ধারের সময়ে উপস্থিত জব্দ তালিকার অপর সাক্ষী ইমাম হোসেন (সাঃ ৩) জবানবন্দীতে এজাহারের কাহিনী সমর্থন করিয়া

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বলিয়াছে যে, ২০.১২.৮৭ তারিখে রাত অনুমান ১২.১৫ মিঃ সময়ে দারোগা নুরুর রহমান তাহাকে আসামীর গ্রাম সাতপাড়া যাইতে হইবে বলিয়া জানায় এবং সে বাদী দারোগা নুরুর রহমান কথামত আসামীর বাড়ীতে যায়। সে আর ও বলে যে, তাহারা যখন আসামীদের বাড়ীতে যায় তাহাদের সাথে দারোগা অর্থাৎ বাদী, আসামী অর্থাৎ আলী আকবর খা এবং ২/৩ জন সিপাহী এবং মেম্বার আবুল কাশেম (জব্দ তালিকার অপর সাক্ষী) ও ছিল। সে অবশ্য বলিয়াছে যে, আসামী আলী আকবরের বাড়ীর একটি খড়ের টাল হইতে ১টি পাইপ গান ও ১৫/১৬ টি গুলি উদ্ধার করে। সে অন্যান্য আসামীদের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম বক্তব্য রাখিয়া বলে যে, একজন সিপাহী অস্ত্র বাহির করিয়া আনে। তাহাকে দারোগা অস্ত্র উদ্ধারের সাক্ষী হইতে বলিলে সে দস্তখত দিয়া সাক্ষী হয়। সে জব্দ তালিকা এবং জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করে। তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আসামী পক্ষ তাহাকে জেরা করে তবে জেরায় সে কিছুটা অসংগতি পূর্ণ বক্তব্য রাখিয়া বলে যে, তাহার স্বাক্ষর ঐদিন সকাল ৭ টার সময় থানায় লওয়া হয়। আরও বলে যে, সাক্ষী আবুল কাশেমের দস্তখত ও আসামীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় লওয়া হয়। কিন্তু সে ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা জেরায় অস্বীকার করে নাই। আমি এই সাক্ষী জেরায় এজাহারের সহিত অসংগতি পূর্ণ যে বক্তব্য তাহা অবিশ্বাস করিতে চাই এই সন্দেহের যে সে আসামীপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জেরায় তাহার স্বাক্ষর দিয়া স্থান সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রম বক্তব্য রাখিয়াছে। সে আসামী কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া থাকিতে পারে আমার এই সন্দেহের কারণ এই জন্য যে, সে কখনও বলে নাই যে সে ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না বা বাদী তাহাকে জোর করিয়া জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর নিয়াছে। বরং সে জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার উপস্থিতিতেই একটি খড়ের গাদার নীচ হইতে অস্ত্র উদ্ধার করা হয় এবং তাহাকে স্বাক্ষর দিতে পারে সে সীজার লিষ্ট দস্তখত দিয়া সাক্ষী হয়। ফলে উল্লেখিত কারণে তাহার জেরায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের মধ্যে ও এজাহারের কাহিনী এবং তাহার পূর্ববর্তী সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যের সহিত যে সামান্য অসংগতি দেখা যায় আমি তাহা অবিশ্বাস করি এবং ডইা আসামীপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া করিয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস করি কারণ জবানবন্দীতে সে ঘটনাস্থলে এই দেওয়ার কথা বলিয়াছে। অথচ জেরায় বলে সকাল ৭ টায় থানায় জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর লইয়াছে। ৪ নং সাক্ষী ওয়ালী সেও এজাহারে বর্ণিত সময় এবং স্থানে তাহার উপস্থিতিতে আসামী আরমান খানের বাড়ী হইতে অস্ত্র উদ্ধার এর কথা তাহার জবানবন্দীতে সমর্থন করিয়াছে। সে বলে যে, পুলিশ থানা হইতে তাহার রিক্সাসায় করিয়া আসামী আরমানের বাড়ীতে রাত্র ১২.৩০/১ টার সময় যায় এবং আসামীর বাড়ীতে নাড়ার (খড়) নীচে হইতে কিছু গুলি ও একটি লোহার

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পাইপ পায় বলিয়া সে বলে। সে আরও বলে যে, গুলি গুলি চেড়া তেনার ভিতর ছিল। সে লোহাটি অত্র আদালতে সনাক্ত করিয়াছে। যাহা জব্দ তালিকার পাইপ গানটি। সে জব্দ তালিকায় টিপ দিয়া সাক্ষী হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছে। এবং পরবর্তীকালে দারোগার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া সে জানায়। সে জেরায় বলে যে, তাহার রিক্সাসায় ২ জন পুলিশ এবং একজন আসামী ছিল ২ জন পুলিশের মধ্যে ১ জন দারোগা অর্থাৎ এই মোকদমার বাদী ছিল। সে আরও বলে যে, পুলিশ দল মোট ৩টি রিক্সা লইয়া আসামীর বাড়ীতে যায়। তবে তাহার রিক্সাটি আসামীর বাড়ীর কিছু দূরে নিয়া থামায়। আসামী পক্ষ তাহাকে জেরা করে কিন্তু এজাহারে বর্ণিত ঘটনার সময় এবং ঘটনাস্থলে তাহার উপস্থিতিতে আসামী আরমানের বাড়ী হইতে অস্ত্র উদ্ধারের বিষয় এবং জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর করার এই বিষয়ে কোন অসংগতি পাওয়া যায় না। ফলে তাহাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না। এবং সে এজাহারের কাহিনী সমর্থন করিয়াছে মর্মে আমি সিদ্ধান্তে আসিয়াছি। *সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী সহ সকল সাক্ষী পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতার সাথে আসামী আরমানের বাড়ী হইতে আসামী আলী আকবর খানের দেখানো মতে জব্দ তালিকায় বর্ণিত আটক অস্ত্র উদ্ধার করার কাহিনী সমর্থন করিয়াছে। জব্দ তালিকার অস্ত্র আদালতে আলামত হিসাবে আসিয়াছে। তবে এই অস্ত্র যে আরমানের বাড়ী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ বা অসঙ্গতি পাওয়া যায় না। তবে এই অস্ত্র যে আরমানই খড়ের টালে রাখিয়াছে সেই মর্মে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী আদালতে আসে নাই এবং অভিযোগপত্র হইতে আরমানকে জড়িত করার বিষয়ে কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। বরং প্রমাণিত হইয়াছে যে আসামী আকবরের দেখানো মতেই তাহার বাড়ীর পার্শ্বেই লাগা তাহার ভাইয়ের বাড়ী হইতে তাহার উপস্থিতিতেই এই অস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। ফলে সঙ্গত কারনেই এই সিদ্ধান্ত আসিতে হয় যে, আসামী আলী আকবর খানই এই অস্ত্র সেখানে রাখিয়াছিল। সে যদি অস্ত্র না রাখিয়া থাকিবে তবে এই স্থানে হইতে তাহার দেখানো মতে অস্ত্র উদ্ধার হইল কিভাবে। পূর্বেই বলিয়াছি আসামী আরমান যে সেই স্থানে অস্ত্র রাখিয়াছে বা এই বিষয়ে তাহাকে আরমান জানাইয়াছে সেই মর্মে আদালতে কোন সাক্ষ্য আসে নাই। ফলে আসামী আরমান ডাকাতি করিয়া এই স্থানে অস্ত্র রাখিয়া আসামী আলী আকবর খাঁনকে জানাইয়াছে, এজাহারে বর্ণিত আলী আকবর খান এর শুধু মাত্র এই কথিত স্বীকারোক্তি অনুসারে আসামী আরমানকে দোষী সাব্যস্থ করা যায় না। ফলে আরমানের বাড়ীতে অস্ত্র উদ্ধার হইলেও তাহা যে আসামী আরমানের জানামতে, হেফাজতে অথবা নিয়ন্ত্রণে সেই স্থানে রাখা ছিল তাহার কোন প্রমান আদালতে না আসায় আরমান খাঁকে এই মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া শাস্তি*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেওয়ার কোন যুকতি সঙ্গত কারণ দেখিনা। *পক্ষান্তরে আসামী আলী আকবর খানের দেখানো মতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা যেহেতু সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এমতাবস্থায় সহজে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় এজাহারে বর্ণিত স্থানে অস্ত্র রাখার বিষয়টি তাহার অবগতিতে ছিল এবং উহা তাহার নিয়ন্ত্রনে ছিল। ফলে সেই অবৈধ অস্ত্র তাহার নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এই আসামী অবশ্য তাহার সাফাই বক্তব্যে বলিয়াছে যে বিগত ৩০.১২.৮৬ তারিখে তাহার বাড়ীর একটি ঝোপ হইতে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে, অবশ্য সাপ্তাহিক তিতাস পত্রিকায় এই খবর ছাপা হইয়াছে কিন্তু ৩০.১২.৮৭ ইং তারিখে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ী হইতে কিছু অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সত্য হইলেও যে পরবর্তীতে তাহার উপস্থিতিতে তাহার দেখানো মতে তাহার ভাইয়ের বাড়ী হইতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাটি সাজানো বা মিথ্যা হইবে এই ধরনের কোন সিদ্ধান্তে আসার কোন কারণ নাই। কারণ তাহার লিখিত বক্তব্যেই সে স্বীকার করিয়াছে যে সে ১৮.০১.৮৭ ইং তারিখে অন্য একটি মোকদ্দমায় সে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল। এবং এজাহারে ও ইহা বলা হইয়াছে যে সে অন্য মোকদ্দমার ধৃত হওয়ার পর পুলিশ রিমান্ডে থাকা অবস্থায় তাহার স্বীকার উক্তির ভিত্তিতেই ২১.০১.৮৭ ইং তারিখে রাত্রে তাহার দেখানো মতে অস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। সে তাহার লিখিত বক্তব্যে ইহাও স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে ব্রাক্ষণবাড়ীয়া থানায় মামলা নং ৫ তারিখ ০৫.১০.৮৬ এবং ব্রাক্ষণবাড়ীয়া থানার মামলা নং- ২৮ তারিখ-২৯/১২/৮৬ দায়ের করা আছে এবং এজাহারে ও এই মামলাগুলি যে তাহার বিরুদ্ধে আছে তাহা বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার স্বীকারোক্তি মতেই তাহার বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় উল্লেখিত মামলাসমূহ থাকায় তাহার হেফাজতে অস্ত্র থাকার বিষয়টি আরও বিশ্বাস যোগ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ফলে তাহার এই সাফাই বক্তব্য তাহার অনুকূলে না যাইয়া তাহার প্রতিকূলে যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে এজাহারে বর্ণিত অভিযোগকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।* *যেহেতু সাক্ষ্য প্রমানের পর্যালোচনায় আসামী আলী আকবর খানের বিরুদ্ধে তাহার হেফাজতে এবং নিয়ন্ত্রণে অবৈধ অস্ত্র থাকার অভিযোগটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানীত হইয়াছে এমতাবস্থঅয় মোকদ্দমা তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতি আসামীর বিরুদ্ধে প্রমানীত অভিযোগকে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ বা হালকা করিবে বলিয়া আমি মনে করি না। এবং সাক্ষ্য প্রমানের পর্যালোচনান্তে আমি সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, আসামী আলী আকবর খাঁ ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯ (এ) এবং এফ ধারার অপরাধে অপরাধী এবং সে উল্লেখিত ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।* *আসামী পক্ষ অবশ্য সাফাই বক্তব্যে মোকদ্দমার নির্ধারিত সময়সীমা*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতিক্রান্ত হওয়ার কথা বলিয়াছে কিন্তু ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৩৩৯ সি ধারার ১ উপধারার বিধান অনুসারে এই মোকদ্দমাটি বিচারের জন্য আমি পাওয়ার পর হইতে নির্ধারিত সময়সীমা মোকদ্দমার রায় ঘোষনা পর্যন্ত অতিক্রান্ত না হওয়ায় আসামীকে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার কারনে অব্যাহতি দেওয়ার কোন কারণ দেখি না, কারণ নির্ধারিত সময়সীমা এখন ও অতিক্রান্ত হয় নাই। *যেহেতু আসামী আরমান খাঁর বিরুদ্ধে আনীত অীভযোগ প্রমানীত হয় নাই, এমতাবস্থায় সে খালাস পাইবে এবং আসামী মোঃ আলী আকবর খানের বিরুদ্ধে আনীত অীভযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানীত হইয়াছে, অতএব, সে শাস্তি পাইবে।* *অতএব* *আদেশ হইতেছে যে,* *এই মোকদ্দমার আসামী মোঃ আরমান খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ এ এফ ধারার অভিযোগ প্রমানীত না হওয়ায় তাকে খালাস দেওয়া হইল এবং জামিনের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল।* *অপর আসামী মোঃ আলী আকবর খানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ এ এবং এফ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণীত হওয়ার তাহাকে ৭ (সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ (এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল।* *জব্দ তালিকায় বর্ণিত অবৈধ অস্ত্র সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত হইবে।* *আমারি কথিত ও সংশোধিত মতেঃ-* *স্বাঃ- মোঃ তারিক হায়দার ১২.০৮.৯০ সহকারী দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ নং -৩, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া* *স্বাঃ- মোঃ তারিক হায়দার ১২.০৮.৯০ সহকারী দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ নং -৩, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া* প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ক্রটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-০৩, ব্রাক্ষনবাড়িয়া কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইন মোকদ্দমা নং-৯৮/১৯৮৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১২.০৮.৯০ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ